কফি আনানের প্রস্তাব

জাতিসংঘ সংস্কার

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান প্রথমবারের মতো একটি সংস্কার পরিকল্পনা পেশ করেছেন। তার দুই মেয়াদের দায়িত্বকাল বহু বিতর্কে ভরা। জাতিসংঘে ইরাকের তহবিল লোপাটের সঙ্গে এসেছে ছেলের নাম। সংস্কার পরিকল্পনায় কি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে ... লিখেছেন হাসান মূর্তাজা

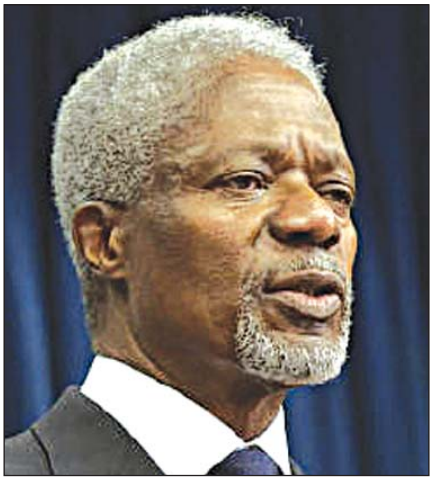

জাতিসংঘেও দুর্নীতি আছে- এমন মন্তব্যে এখন অনেকেরই চোখ কপালে উঠবে না। অবরোধকালীন সময়ে ইরাকে তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি তদারক করতো জাতিসংঘ। তেল বিক্রির ৭ হাজার কোটি ডলার জমা ছিল জাতিসংঘ তহবিলে। এখন জানা গেছে, এই অর্থের একটা বড় অংশ লোপাট করা হয়েছে। এর কোনো হিসাব জাতিসংঘ দিতে পারেনি। বরং এতে নাম এসেছে কফি আনানের ছেলের।

'৪৫-এ জন্ম নেয়া এই বিশ্বসংস্থার বয়স ষাট বছর। শুধু ইরাকের তেলের টাকা চুরি নয়, ইরাক যুদ্ধ, প্যালেস্টাইন সমস্যা কিংবা দারফুর গণহত্যার মতো অসংখ্য ব্যর্থতার দায়ভার সংস্থাটির কাঁধে। এছাড়াও রয়েছে মার্কিন খবরদারির কাছে নতিস্বীকার কিংবা দুর্বল দেশসমূহের স্বার্থবিরোধী নীতি। স্বাভাবিকভাবেই জাতিসংঘের সমর্থকদের পাশাপাশি সমালোচকদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। অনেক ব্যাপারে ভিন্নমত হলেও একটা ক্ষেত্রে দু'পক্ষই একমত। তা হলো, জাতিসংঘে সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কারের প্রসঙ্গটি আগেও এসেছে। তবে ইরাক যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের মতো এতো জোরেশোরে শোনা যায়নি। সম্প্রতি জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান তার জাতিসংঘ সংস্কার পরিকল্পনা পেশ করেছেন। সংস্থাটির আদৌ কোনো প্রয়োজন কি না, নানা মহল থেকে যখন এই প্রশ্ন উঠছে, তখন এ ধরনের এই পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিল বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

কফি আনানের সংস্কার পরিকল্পনা জাতিসংঘের হৃতগৌরব কতোটা ফিরিয়ে আনতে পারবে সেটাই দেখার বিষয়। ২১ মার্চ আনান সংস্কার প্রস্তাবটি ১৯১ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করেছেন। এর আগে তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীদের সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক প্যানেল গঠন করেছিলেন। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে সেই প্যানেল গত বছর জাতিসংঘে ব্যাপক সংস্কারের প্রস্তাব দেয়। কফি আনানের সংস্কার প্রস্তাবের মূল ভিত্তি সেই রিপোর্ট। '৪৫ সালের পর এটাই প্রথম জাতিসংঘ সংস্কার প্রস্তাব। 'সবার জন্য নিরাপত্তা, উন্নয়ন ও মানবাধিকার : অধিকতর মুক্তি' শিরোনামে ৬৩ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে জাতিসংঘের বেশ কিছু মৌলিক সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। কফি আনানের আশা, সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ তার এই সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদন করবে।

সংস্কার প্রস্তাবসমূহের অন্যতম নিরাপত্তা পরিষদের সম্প্রসারণ। এছাড়া 'সন্ত্রাসবাদে' সংজ্ঞা নির্ধারণ, মানবাধিকার কমিশনের কলেবর কমানোসহ মানবাধিকার, দারিদ্র্য, পারমাণবিক অস্ত্র প্রভৃতি প্রসঙ্গ এতে এসেছে।

সংস্কার পরিকল্পনায় কফি আনান নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাপ্তি বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। যেন এতে পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে। নিরাপত্তা পরিষদের বৈষম্যপূর্ণ কাঠামো নিয়ে আপত্তি দীর্ঘদিনের। ১৫ সদস্যের এই পরিষদের ভেটো ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্য ৫। অনেকেই মনে করেন, এর ফলে নিরাপত্তা পরিষদে বিশ্বের জাতিসমূহের মতামতের সত্যিকার প্রতিফলন ঘটে না। জাপান ও জার্মানি জাতিসংঘের যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ দাতা। দেশ দুটি নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসনের দীর্ঘদিনের দাবিদার। তেমনি দাবিদার ভারত, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ এবং গণতান্ত্রিক দেশ। যদিও এর বিরোধিতা করছে পাকিস্তান। এছাড়া স্থায়ী সদস্যপদ প্রাপ্তির আরো দাবিদারের মধ্যে আছে দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ দেশ ব্রাজিল, আফ্রিকার তিন দেশ মিসর, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা। আফ্রিকার দেশগুলো মনে করে, নিরাপত্তা পরিষদে আফ্রিকার দুটি স্থায়ী সদস্য থাকা প্রয়োজন।

কফি আনান এজন্য দুটি বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছেন। দুটি প্রস্তাবেই নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে ২৪ করার কথা বলেছেন। প্রথম প্রস্তাব অনুযায়ী আরো ছয়টি দেশকে স্থায়ী সদস্যপদ দেয়া হবে তবে এদের ভেটো থাকবে না (উল্লেখ না করলেও দেশগুলো সম্ভবত জার্মানি, জাপান, ভারত, ব্রাজিল এবং দুটো আফ্রিকার দেশ)। অন্যদিকে অস্থায়ী সদস্য নেয়া হবে আরো তিনটি।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদে কোনো স্থায়ী সদস্য থাকবে না। পরিবর্তে নতুন মধ্যবর্তী ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হবে। এর সদস্যরা চার বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবে। মেয়াদ শেষ হবার পর পুনরায় নির্বাচিত হতে পারবে যেকোনো সদস্য, যা বিদ্যমান ব্যবস্থায় নেই। কফি আনান সাধারণ পরিষদ সদস্যদের আহ্বান জানিয়েছেন এই দুটো প্রস্তাবের যেকোনো একটি অনুমোদন করতে অথবা অনুরূপ কোনো প্রস্তাব পাস করতে।

জাতিসংঘ মহাসচিব সংস্থাটির মানবাধিকার কমিশনের আকৃতি ছোট করার পক্ষে তার মত দিয়েছেন। জাতিসংঘের হিউম্যান রাইটস কমিশনের সদস্যসংখ্যা ৫৩। গত বছর লিবিয়া কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করে। সে সময় অনেক দেশ আপত্তি তোলে কমিশনের ঘূর্ণায়মান সভাপতিত্বের ব্যাপারে। কফি আনান এজন্য প্রস্তাব করেছেন কমিশনের আকার ছোট করার। আরো বলেছেন, কমিশনের সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন লাভ এবং সদস্যপদ কেবল গণতান্ত্রিক

দেশসমূহের জন্য সীমাবদ্ধ রাখার কথা। যদিও চীনকে এই কমিশন থেকে খারিজ করার কথা কেউ চিন্তাও করবে না এ মুহূর্তে।

সংস্কার পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক 'সন্ত্রাসবাদে'র সংজ্ঞায়ন। কফি আনানের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ প্যানেল এ ক্ষেত্রে যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে তা এ রকম : 'বেসামরিক নাগরিকদের মৃত্যু অথবা শারীরিক ক্ষতি' করে এমন যেকোনো কর্মকান্ডই সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু এই সংজ্ঞার সমালোচনাও হয়েছে। বিশেষত প্যালেস্টাইনিদের মুক্তিসংগ্রামের কথা মাথায় রেখে আরব দেশগুলো দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত পরিস্থিতি আমলে নেয়ার দাবি করেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ মনে করে, এমন সরলীকৃত সংজ্ঞার ফলে ইরাকের মতো বসতি এলাকায় লুকিয়ে থাকা গেরিলাদের ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণের কর্মটিও 'সন্ত্রাসবাদ' হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

অন্যদিকে বুশ প্রশাসন চায় 'সন্ত্রাসীদের' ঘাঁটি আগেভাগে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করার নীতির প্রতিফলন ঘটুক 'সন্ত্রাসবাদ' বিষয়ক সংস্কার পরিকল্পনায়। যেন এ ধরনের কোনো হামলা চালানোর আগে জাতিসংঘের অনুমোদন লাভের বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়া হয়। তবে কফি আনান ও তার প্যানেল এ ধরনের আবদার প্রত্যাখ্যান করেছেন। পরিবর্তে তারা বলেছেন, কোন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক হস্তক্ষেপের অনুমতি দেবে তার একটা পরিষ্কার আইন থাকা জরুরি। আনান সদস্য দেশগুলোর প্রতি আরো আহ্বান জানিয়েছেন যে কোনো দেশ যদি তার নাগরিকদের গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয় তাহলে অন্য দেশগুলো যেন তাদের রক্ষার 'দায়িত্ব' পালন করে। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন নীতি থেকে সরে আসার মতো ব্যাপার এটি। কেননা কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করাটা ছিল জাতিসংঘের অন্যতম মৌলিক নীতি।

এখন দেখার বিষয়, সংস্কার প্রস্তাব পাসের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট আনান পান কি না। বিবিসি ২৩টি দেশে মতামত জরিপ চালিয়ে দেখেছে, আনানের প্রস্তাবের সমর্থনে যথেষ্ট জনমত রয়েছে। একমাত্র রাশিয়া ছাড়া বাকি সব দেশের জনগণ নিরাপত্তা পরিষদের বিস্তৃতির পক্ষে। এমনকি সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিনিরাও চায় 'শক্তিশালী' জাতিসংঘ।

তবে আনান নিজেই যথেষ্ট চাপের মুখে রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত করছে। এছাড়া ইরাকের তেল বিক্রির অর্থ তছরুপের সঙ্গে কফি আনানের ছেলের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই হয়তো কফি আনানকে বিদায় নিতে হতে পারে।

কিরগিজস্তানে পালাবদল

একের পর এক 'বিপ্লব' ঘটে চলেছে মধ্য এশিয়ার সাবেক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রসমূহে। জর্জিয়ার 'মখমল বিপ্লব' এবং ইউক্রেনের 'অরেঞ্জ বিপ্লবের' পর এবার বিপ্লব হলো কিরগিজস্তানে। দেশটির বিরোধীদলের সমর্থকদের প্রচন্ড বিক্ষোভ এবং প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ দখলের পর প্রেসিডেন্ট আসকার আকায়েভ অজ্ঞাতস্থানে পালিয়ে গেছেন। বিরোধী নেতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী কুরমানবেগ বাকিয়েভ অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে আকায়েভ যিনি কিরগিজস্তানের স্বাধীনতার পর থেকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করে আসছেন, অজ্ঞাতবাস থেকে জানিয়েছেন, তাকে উৎখাত করার বিরোধীদলীয় এই চক্রান্ত স্রেফ 'ক্যু'।

ক্যু হোক কিংবা বিপ্লব, হঠাৎ করে কিরগিজস্তান বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো কেন সেটা একটা প্রশ্ন। অধিকাংশ বিশ্লেষকের মতে, গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেশটিতে যে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে আকায়েভ কারচুপি ও রাজনৈতিক অসততার আশ্রয় নিয়েছেন। নিজের ছেলেমেয়েকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেছেন এবং অনেক বিরোধী নেতাকে নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা দিয়েছেন। এদিকে কুরমানবেগ আসন্ন জুনে পুনরায় নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়া অনেকে মনে করেন, প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতা দেশটির বুদ্ধিজীবী মহলকে বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং দূরত্ব তৈরি করেছিল বিরোধীদলের সঙ্গে। তবে আকায়েভ অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন ওয়াশিংটনের প্রতি। তিনি বলেছেন, রাজধানী বিশকেকে যা ঘটেছে তা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেলনে ঘটেছে।

কুরমানবেগ বাকিয়েভ

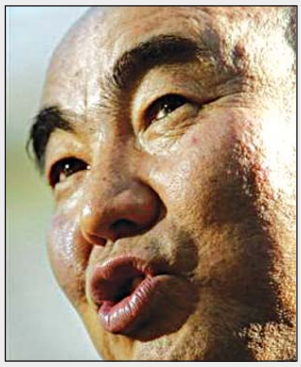

আকায়েভ

অথচ মধ্য এশিয়ার অন্য দশটি দেশ থেকে আকায়েভের কিরগিজস্তানকে অনেকে আলাদা করে দেখতেন। দেশটি একেবারে গণতান্ত্রিক না হলেও কিছু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অবশিষ্ট ছিল। বিরোধীদল তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারতো এবং দেশটিতে স্বাধীন সংবাদমাধ্যম ছিল। এছাড়া কিরগিজ ও তাজিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতিও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে।

সবচেয়ে বড় কথা, প্রেসিডেন্ট আকায়েভের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া উভয়ের সম্পর্কই ভালো ছিল। একসময় যদিও মনে করা হতো আকায়েভ মস্কোপন্থী। কিন্তু ২০০১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান বিরোধী অভিযানের সময় কিরগিজস্তান যুক্তরাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে সহায়তা করে। সে সময় এখানে মার্কিন বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। রাশিয়াও সব সময় কিরগিজস্তানকে তার প্রভাববলয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। এজন্য যুক্তরাষ্ট্র ঘাঁটি স্থাপনের কয়েক মাস পরেই মাত্র ৪০ মাইল দূরে রাশিয়াও একটি বিমান ঘাঁটি স্থাপন করে। ইসলামী চরমপন্থী দমনে মস্কো বিশকেকের সঙ্গে যৌথ অভিযানও পরিচালনা করছে।

ভূ-রাজনৈতিকভাবে কিরগিজস্তান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য এশিয়ার এ স্থলবেষ্টিত দেশটির সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে চীন, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ অন্তত আধ ডজন গুরুত্বপূর্ণ দেশের। মধ্য এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান মার্কিন সামরিক উপস্থিতির প্রেক্ষিতে এই পার্বত্য দেশটির গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। তাছাড়া কাস্পিয়ান সাগরে বিশ্বের বৃহৎ তেল সম্পদ মজুদ রয়েছে, যার প্রতি চোখ পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। এই তেল ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে পাইপলাইনে রপ্তানি করতে হলে কিরগিজ ভূখন্ডের প্রয়োজন রয়েছে।

মধ্য এশিয়ায় সাবেক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রসমূহে একের পর এক সরকার পতনের ধারা বিশেষজ্ঞদের চিন্তিত করে তুলেছে। যেন এক অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে সরকারগুলো। মধ্য এশিয়ায় গণতন্ত্র এখনো সুদূরপরাহত এবং একনায়কতন্ত্রই প্রকট বাস্তবতা একথা অস্বীকার করার জো নেই। আবার, এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় নিলে সরকার বদলের খেলায় কোনো কোনো মহলের যে বিশেষ স্বার্থ রয়েছে, একথাও উপেক্ষা করা যাবে না।